

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৯৭.০২২.০২.১৭.০৮২.২০০৪-৩১৯

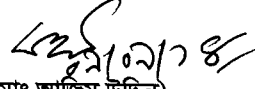
তারিখ : ০৯-০৯-২০১৪ খ্রিঃ

বিষয় : সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ০৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে “উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ” আইন-২০১৪ এর প্রস্তাবিত খসড়ার উপর মতামত গ্রহণের জন্য কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ক) সভার কার্যবিবরণী (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশসহ সংশ্লিষ্ট ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়েছে)।

খ) উপস্থিতির তালিকা ‘পরিশিষ্ট : ক’।


(মোঃ আজিম উদ্দিন)
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
ফোন/ফ্যাক্স : ৯৫৪০২৩৮
E-mail: azimseed@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৭। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, দিলকুশা, ঢাকা।
- ০৮। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৯। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১১। উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
- ১২। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।
- ১৩। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ১৪। মহাপরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা।
- ১৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
- ১৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
- ১৭। মহাপরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ।
- ১৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদি, পাবনা।
- ১৯। পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
- ২০। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী, গাজীপুর।
- ২১। ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রকল্প-পরিচালক, এনএটিপি, বিএআরসি কমপ্লেক্স, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২২। প্রফেসর ড. লুৎফুর রহমান, হাউজ # ০৯, রোড# ১৫, সেকশন-১২, উত্তরা-১২৩০
- ২৩। প্রফেসর ড. শহিদুর রশীদ ভূইয়া, প্রো-ভিসি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২৪। সদস্য-পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২৫। ড. মোঃ নজমুল হুদা, সীড সাপ্লাই এন্ড মনিটরিং এক্সপার্ট, মাবীসবু প্রকল্প, সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা।
- ২৬। ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর।
- ২৭। জনাব মোঃ আহছান উল্যাহ, সংগনিরোধ কীটতত্ত্ববিদ, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা।
- ২৮। ড. মোঃ আমজাদ হোসেন, সিএসও, প্লান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস সেন্টার, বারি, গাজীপুর।
- ২৯। সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ও চেয়ারম্যান, এসিআই লিঃ, এসিআই সেন্টার, ২৪৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
- ৩০। জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভাইজার, পোট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ, এবিসি হেরিটেজ (৪র্থ তলা), জসিম উদ্দিন এডিনিউ, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি :

- ০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ০৩। মহাপরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৪। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

বিষয় : “উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ” আইন-২০১৪ এর খসড়া সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

গত ০৪/০৯/১৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকার সময় “উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ” আইন-২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট -ক-তে দেখান হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন এবং সভার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করতে জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক, বীজ উইং প্রস্তাবিত আইনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বলেন, বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে WTO এর সদস্যত্ব জুড়ে হয়েছে। TRIPS Agreement এর রীতি অনুযায়ী ২০০৫ সনের মধ্যে উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইনটি প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা ছিলো। বাংলাদেশের উপযোগী করে “Plant Variety and Farmers Rights Protection Act” প্রণয়ন করার জন্য সর্বপ্রথম জানুয়ারি, ২০০২ সালে ড. মোঃ লুৎফর রহমান, প্রফেসর, বিএইউ-কে সভাপতি করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মাধ্যমে প্রণীত খসড়া আইনটি একাধিকবার সংশোধন ও পরিমার্জনের পর প্রস্তাবিত আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব থাকায় গত ২২-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উক্ত কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদে খসড়া আইনটি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ৩০-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আইনটি ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কতিপয় Observations সহ ফেরত পাঠায়।

অতঃপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Observations-অনুযায়ী উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন এর খসড়াটি মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের অভিপ্রায়ে গত ১৩/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিসভা বৈঠক শাখার পত্রে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণের পর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমান নির্বাচিত সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করায় ইহার বিষয়ে সকল স্টেকহোল্ডার এবং অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত নতুনভাবে গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

তিনি আরো বলেন যে, গত ১৮/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বর্ণিত খসড়া আইনের উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, (ক) প্রস্তাবিত আইনটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক কর্তৃপক্ষ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ গঠনের বিষয়টি অনুমোদিত হওয়ায় প্রস্তাবিত আইনটিতে পৃথক কর্তৃপক্ষ থাকা যুক্তিযুক্ত। (খ) প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের কোন মতামত থাকলে সংশোধনসহ আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে তা কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এ প্রেরণ করবে।

পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রস্তাবিত খসড়া আইনের উপর বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে যে সকল মতামত পাওয়া যায় তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক খসড়া আইনটি অধিকতর পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়া বর্ণিত খসড়া আইনের উপর অধিকতর মতামত গ্রহণের জন্য গত ২০/১১/১৩ খ্রিঃ এবং ২৬/১২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ যথাক্রমে এক মাসের সময় চেয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে দেয়া হলেও যুক্তি সংগত কোন মতামত পাওয়া যায়নি।

সর্বশেষ “উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ” আইন-২০১৪ এর খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে অনুমোদনের নিমিত্তে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হলে বর্ণিত মন্ত্রণালয় দুটি থেকে মতামত পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বায়ন করা হয়েছে।

জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং সভায় আরো বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত হচ্ছে “উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ” কর্তৃপক্ষ গঠন করার পর পদ সৃজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে কিছু মতামত পাওয়ায় আজকের এ সভা করতে হচ্ছে।

এ পর্যায়ে সভার সভাপতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের মতামতের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জনাব তমিজুল ইসলাম খান, সিনিয়র সহকারী সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বলেন, প্রস্তাবিত আইনটি বাস্তবায়নের জন্য নতুন কোনো কর্তৃপক্ষ গঠন না করে জাতীয় বীজ বোর্ড/বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ মুহূর্তে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠন করা তথা জনবলের সম্প্রসারণ করা সমীচীন হবে না। এছাড়া তিনি প্রস্তাবিত আইনে কৃষক অধিকার ও জিন তহবিলের বিষয় আরোও স্পষ্টীকরণসহ আইনের বিচার প্রক্রিয়া কেমন হবে, ধারা ৬(২) অনুযায়ী এই আইনের উপধারায় বর্ণিত বিধান সত্ত্বেও, আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে উদ্ভিদ রাজ্যের সকল উদ্ভিদ গণ (genus) ও প্রজাতির জাত (species) সংরক্ষণের আওতায় আনিতে হইবে এবং ধারা ৭(ঘ) অনুযায়ী এই আইনের আওতায় বাংলাদেশী নাগরিক অথবা বৈধ ব্যক্তিকে প্রদত্ত অধিকার, আচরণ ও দায়িত্ব অন্যান্য দেশের নাগরিক ও বৈধ ব্যক্তিকেও প্রদান করা হইবে ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনার জন্য সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভার সভাপতি বলেন, বিশ্বের অনেক দেশেই স্বাধীন জাতীয় বীজ বোর্ড রয়েছে এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় বীজ বোর্ডের ন্যায় আমাদের জাতীয় বীজ বোর্ড ততটা স্বাধীন নয়। কারণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবই হচ্ছেন পদাধিকারবলে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতি।

সভায় জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং বলেন, প্রস্তাবিত আইনের বিদ্যমান কার্যাবলী যেমন-সংরক্ষিত উদ্ভিদ জাতসমূহের জাতীয় নিবন্ধন বহি, সংরক্ষণের আওতায় উদ্ভিদের গণ ও প্রজাতি, নিবন্ধনের যোগ্যতা ও পারস্পরিক বিনিময়যোগ্য বিষয়াবলী, আবেদনপত্র পরীক্ষণ, নতুন উদ্ভিদ জাতের স্বীকৃতির উদ্ধৃতি, জিন তহবিল প্রভৃতি কর্মকান্ডগুলো সুচারুরূপে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য পৃথক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ টেকনিক্যাল বিষয় জড়িত আছে বিধায় শুধু জাতীয় বীজ বোর্ড অথবা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমের মাঠ পর্যায়ে আইনটি প্রয়োগ করা কষ্টসাধ্য হবে। তাই প্রস্তাবিত ও আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করে গত ২২-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয় পৃথক কর্তৃপক্ষের বিষয়টি পুনঃবিবেচনা করতে পারে।

সভায় প্রফেসর শহিদুর রশীদ ভূইয়া, প্রো-ভিসি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, বিভিন্ন দেশে পৃথক কর্তৃপক্ষের নজির রয়েছে। এছাড়া প্রস্তাবিত আইনের পূর্বের খসড়া আইনে কর্তৃপক্ষের যোগ্যতার বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও বর্তমান প্রস্তাবে রাখা হয়নি, অথচ প্রস্তাবিত আইনটি টেকনিক্যাল হওয়ায় টেকনিক্যাল জনবল না থাকলে ভবিষ্যতে নানা ধরণের সমস্যা হবে।

সভায় জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভাইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ বলেন, UPOV (International Union of Plant Variety Protection) এর বিধান অনুযায়ী আইন করতে হলে আলাদা কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে। প্রস্তাবিত আইনে পৃথক কর্তৃপক্ষ না করে আইনটি কার্যকর করা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে আইনটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।





সভায় বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত আইনটি আইনে রূপ পেতে ইতোমধ্যে ১০-১২ বছর পার হয়ে গেছে। আমাদের দেশে এই আইন কার্যকর না হলে আমরা আমাদের জেনেটিক রিসোর্স রক্ষা করতে পারবো না। দেশে বাস্তবতার আলোকে ইতোমধ্যে তথ্য কমিশন, বিটিআরসি ইত্যাদি নামে অনেক পৃথক এবং স্বাধীন কর্তৃপক্ষ রয়েছে বিধায় প্রস্তাবিত আইনে পৃথক কর্তৃপক্ষ রাখা যুক্তিসংগত।

প্রধান বীজতত্ত্ববিদ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, দীর্ঘ সময়ব্যাপি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের সংশ্লিষ্ট আইনটি বিবেচনায় নিয়ে এবং ইতোপূর্বে ৩টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এতে আইনের ভাষায় কিছু ত্রুটি বিদ্যুতি থাকলেও ভেটিং এর সময় আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদ ও লেজিসলেটিভ বিভাগ সংশোধন, পরিমার্জন ও বিয়োজন করে পূর্ণাঙ্গভাবে খসড়াটি যাচাই-বাছাই করবে। এছাড়াও তিনি আরো বলেন, কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন স্তরের জনবলের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিধিমালা তৈরির সময় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে।

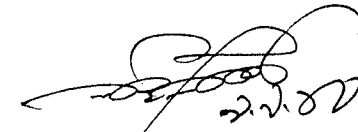
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রাক্তন নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং প্রকল্প-পরিচালক, এনএটিপি সভায় বলেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রস্তাবিত আইনে শুধু breeders right এর বিষয় উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে breeders right এর পাশাপাশি farmers right এর বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়েছে। এতে কৃষকের অধিকার এবং ল্যান্ড রেইস জাতের অধিকার থাকবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপস্থিত সকলে এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত আইনের খসড়া বিষয়ে কারো কোনো মতামত থাকলে অথবা ভাষাগত অন্য কোনো পরিবর্তন থাকলে তা লিখিতভাবে দেয়া হলে আইনের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত আইনে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠনের বিষয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের বর্তমান অবস্থা অর্থ মন্ত্রণালয়ে জানানো যেতে পারে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

“উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ” আইন-২০১৪ এর প্রস্তাবিত খসড়া বিষয়ে কোনো সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন থাকলে তা আগামী ২০ দিনের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)

সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়।

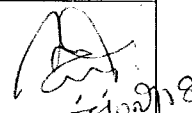
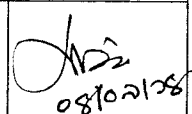
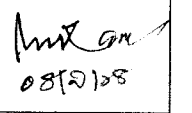
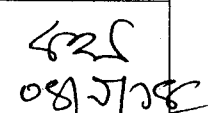
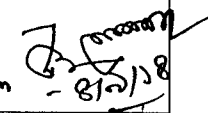
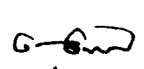
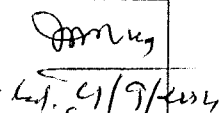
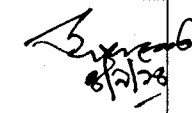
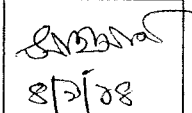
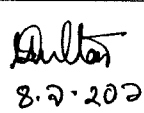
৫৫৫.

উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৪ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয়
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের তালিকা

সভাপতি : ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, কৃষি সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

তারিখ : ০৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ, সময় : বেলা ০৩.০০ ঘটিকা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ # ৫১২, ৪র্থ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তলা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	ড. মোঃ কামালুল হাসান	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট কোম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন বিভাগ	০১৫৫২৫৬৭৭৫৫ ipbsecfcr2009@ gmail.com	 ০৪/০৯/১৪
২	সাব্বা মোঃ মোহাম্মদ মজিব	ইনস্পেক্টর (সুঃসংস্কার ১/১) সুসংস্কার (সুঃসংস্কার ও কনসারভেশন) বিভাগ	০১৭১১-০৫২৫৫	 ০৪/০৯/১৪
৩	এ. কে. এম. আমজাদুল হকিম	সিনিয়র অফিসার, উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ বিভাগ	০১৭১২২২২৫৬৬	 ০৪/০৯/১৪
৪	মোঃ আমজাদ উদ্দিন	প্রবন্ধকার ও স্বাক্ষরকারী	০১৫৫১৬৪১১৪০	 ০৪/০৯/১৪
৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সিনিয়র অফিসার (সুঃসংস্কার) উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণ বিভাগ	০১৭১২৭৪৪৬৩০ mo3noffm1951@gmail.com	 ০৪/০৯/১৪
৬	আশাদুল আমিন আমিন	সাধারণ সফটওয়্যার বি. এম. এ.	০১৭১-৫০১৭৩৮ ashadulamin @yahoo.com	 ০৪/০৯/১৪
৭	Md. Shatyachar.	Advisor Biochem (B.D) Dept.	০১৭ ৩০০১৩৩৭১ shatyachar @ yahoo.com	 ০৪/০৯/১৪
৮	Dr. M A Malek	Principal Scientific Officer BARI, Gazipur	০১৭১২ ১৭৮৫৬৮ abmalekbd@yahoo.com	 ০৪/০৯/১৪
৯	Dr. Mian Sayeed Hassan	Director (TTMU) BARI, Dhaka	০১৭১১ ৭৪০৩৭০ sayeed63@gmail.com	 ০৪/০৯/১৪
১০	মনিরা সুলতানা	উপসচিব সুসংস্কার বিভাগ	১৫৭০৬৬৬(জ) mmr_sultana@yahoo.com	 ৪.৯.২০১৪

নাম

পদের নাম

যোগাযোগ নম্বর

তারিখ

১১	DR. HD. NAZMUL HUDA	Seed Supply and Monitoring Expert Ed SSP	01199101143	09/09/14
১২	Md. Abdul ZALIL	Deputy Secretary Ministry of Industries	01712685246 Zalilabdul@yahoo.com	4-9-14
১৩	Dr. Sultan ARRUMED	MD (NRM) BARC	01711571275 D.ahmed@bare.gov.bd	4-9-14
১৪	ডঃ জাফর ইকবাল স্বয়ং	SAS AD	01717479307	
১৫	ডঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর	PECO, SCA	01711-183963 youmfpa@yahoo.com	4.9.14
১৬	ডঃ সোহান আমজাদ	BADE	01913 520672 sohhan.amj@gmail.com	4.9.14
১৭	ড. জ. জহির, ডক্টর, রাজশাহী	BINA	01730-300480 rajzajma_ahm@yahoo.com	4.9.14
১৮	জীবন কৃষ্ণ চিকান	BRM	01711-111111 jibanc@gmail.com	4/9/14
১৯	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	ডেপ-সচিব- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ	01552324 590	4-9-14
২০	ড. কামাল হুমায়ুন কায়	সহকারী সচিব BSRI	01716346 257	4/9/14
২১	ডঃ মোঃ আবদুল হান্নান	সহকারী সচিব কৃষি সম্প্রদায় সেবা	01759023108	8/9/14
২২	ডঃ মোঃ বাহাদুর হুমায়ুন স্বয়ং	সহকারী সচিব স্বয়ং	01752630006	8/9/14
২৩	ডঃ মোঃ আবদুল হান্নান সহকারী সচিব কৃষি সম্প্রদায় সেবা	সহকারী সচিব কৃষি সম্প্রদায় সেবা স্বয়ং	01769023108	8/9/14

28/ ডঃ মোঃ আবদুল হান্নান PD-PCU-NATP
29/ মোঃ কামাল হুমায়ুন AST, MOA

01711-966049
kamilad@gmail.com